১৮. গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

- এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্ষদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ৩.৩৩ কোটি জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার প্রায় ৯১%-ই নারী;
- বিগত ১২ (বারো) বছরে অর্থাৎ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহক সংখ্যা, সঞ্চয়স্থিতি, ঋণস্থিতি ও ঋণ বিতরণ ২.৪৮ কোটি জন, ৫,০৬১ কোটি টাকা, ১৪,৩১৩ কোটি টাকা ও ২৬,১১৮ কোটি টাকা হতে যথাক্রমে ৩.৩৩ কোটি জন, ৩৭,৩৯০ কোটি টাকা, ৮৮,৮৬৪ কোটি টাকা এবং ১,৩৬,২৭৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সরাসরি পৌনে ২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ও আয় বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে সরাসরি লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত আয়ের প্রায় ২০% দুর্যোগ মোকাবেলা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় ।

১৯. কোভিড-১৯ মোকাবেলা

অন্যান খাতের ন্যায় ক্ষুদ্রঋণ খাতের উপরও কোভিড-১৯ এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে । এমতাবস্থায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করে পূর্বের ন্যায় ঋণ কার্যক্রম চালু এবং ঋণ বিতরণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধিকরণ, সংস্থার ব্যবস্থাপনা পর্যায় থেকে সুপারভিশন, মনিটরিং ও তদারকীকরণ জোরদারকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের পুনঃঅর্থায়ন, অনিয়মিত ঋণের কিস্তি নিয়মিতকরণ, পরিচালন ব্যয় হ্রাসকরণ, স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ঋণ কার্যক্রম চলমান রাখাসহ ক্ষুদ্রঋণ খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এমআরএ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- বৈশ্বিক মহামারী করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে করোনা প্রতিরোধে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ, হাত ধোয়ার উপকরণ বিতরণ ও স্থাপন, জীবানুনাশক দ্রব্যাদি বিতরণ, কোয়ারেন্টাইন ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন এবং অসহায় লোকদের জরুরী খাবার ও ঔষুধসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয় ।
- করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের দরিদ্র গ্রাহকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়ায় তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি/ঋণ বকেয়া/খেলাপী দেখানো যাবে না মর্মে নির্দেশনা দিয়ে এমআরএ হতে সার্কুলার জারী করা হয় ।
- পরবর্তীতে করোনা মহামারীর সময়ে কিস্তি আদায়ে গ্রাহকদেরকে বাধ্য করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করে আরো ১টি সার্কুলার জারী করা হয় । সার্কুলারে গ্রাহকস্বার্থে আপদকালীন নতুন ঋণ প্রদানেরও পরামর্শ দেয়া হয় ।
- করোনাকালীন সময়ে গ্রাহক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে যেকোন ধরণের সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এমআরএ'র ১ জন পরিচালককে প্রধান করে ৮ বিভাগের জন্য ৮ জন উপপরিচালকের সমন্বয়ে একটি মনটরিং সেল গঠন করা হয় ।
- কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদান অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারী করা হয় ।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তাদের নিজস্ব তহবিল ও বৈদেশিক তহবিল বা বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অব্যহত রাখছে । ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এখাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে ।
- সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে এধরনের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য মনিটরিং সেলের কর্মকর্তাগণ দ্বারা নিয়মিত পরামর্শ প্রদান হচ্ছে ।
- অথরিটির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে ৩ সদস্যের কুইক রেসপন্স টিম গঠন করে দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হয় ।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ৯% সার্ভিস চার্জে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশাজীবী, কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে ৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে এবং ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের কৃষক, মাইক্রো ও ক্ষদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের জন্য নতুন আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে ।

২০. তথ্য ভাণ্ডার ও ই-সেবা

- ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে ই-রেগুলেশন প্রবর্তন;
- MF-CIB প্রতিষ্ঠা (পাইলটিং চলমান);
- ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা;
- ডিজিটাল ম্যাপিং অব মাইক্রোফাইন্যান্স এ্যাক্সেস পয়েন্ট চালুকরণ;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের গ্রাহকের অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য Customer Interest Protection Centre (CIPC) চালুকরণ;
- এমআরএ ইনফো প্রবর্তন;
- এমআরএ হট লাইন নম্বর চালুকরণ এবং প্রচার (নম্বরঃ ১৬১৩৩);
- অনলাইনে সনদের জন্য আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি;
- ই-ফাইলিং, ই-নথি ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;
- বায়োমেট্রিক হাজিরা ।

২১. মুজিব শতবর্ষ ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে সারাবছর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে । সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসন ও জাতীয় প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় রেখে সকল কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করছে । এমআরএ কর্তৃক আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী:

- ১৭ মার্চ দিনের শুরুতে অথরিটির দৃশ্যমান স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন
- অথরিটির কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও র‌্যালির আয়োজন
- টুংগীপাড়া জাতির পিতার সমাধি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন উদযাপন
- আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টরিয়াল ও পোস্ট ডক্টরেট পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষনারত অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি' চালু ।
- এতিমখানা এবং বিভিন্ন এলাকায় ছিন্নমূল, অসহায় দুস্থ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের খাদ্য ও মানবিক সহায়তা প্রদান ।

- মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সরকারের গৃহীত ১০ দিন (১৭-২৬ মার্চ) ব্যাপী কর্মসূচী বাস্তবায়ন ।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকগনের সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ।
- বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ।
- বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে রচনা, ছড়া, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন ।
- ভবন আলোকসজ্জা ও জাতীর পিতার বানী, বক্তৃতা ও কর্ম নিয়ে প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন ।
- পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন প্রচার এবং সংবাদ মাধ্যমে শুদ্ধাজ্ঞাপন ।
- অথরিটির কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু মুর‍্যাল' এবং 'মুজিব কর্নার' স্থাপন ।
- বৃক্ষরোপন ।

২২. বাস্তবায়িত প্রকল্প

- এমআরএ প্রতিষ্ঠার পর এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ডিএফআইডি'র অর্থায়নে ৪০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে । উক্ত প্রকল্পের আওতায় এমআরএ'র ৫ হাজার ৫ শত বর্গফুট বিশিষ্ট অফিস স্পেস ভাড়া করে কার্যক্রম শুরু করে ।
- বাংলাদেশে ক্ষদ্রঋণ সেক্টরের প্রায় ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ সেবাগ্রহীতার আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের ঋণতথ্যভাণ্ডার (এমএফ-সিআইবি) নির্মাণ, দেশের ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে UK Aid, FCDO (পূর্বতন DFID) এর অনুদানে ২০১৫ সাল হতে বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দ্য পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি) প্রকল্পের কাজ শুরু করে ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয় । বিএফপি-বি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড । উক্ত প্রকল্পের আওতায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের জন্য এমএফ-সিআইবি প্রতিষ্ঠা ও সেক্টরকে উপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় । এ উদ্দেশ্যে বিএফপি-বি প্রকল্প এমআরএ-তে এমএফ-সিআইবির ডাটা ম্যানেজমেন্ট ইউনিট প্রতিষ্ঠা, কম্পিউটার ট্রেনিং ল্যাব স্থাপন, বিজনেস রিকোয়্যারমেন্ট ও সিস্টেম রিকোয়্যারমেন্ট স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতি ও ডকুমেন্টেশন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিমকে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, এমএফআই জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও এ সংক্রান্ত বিধি, গাইডলাইন, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়নে পরামর্শক সেবা প্রদান করা হয় । এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ডাটা কারেকশন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয় । উল্লেখ্য, MF-CIB প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বর্তমানে এমআরএ নিজস্ব অর্থায়ণে পরিচালনা করছে । এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফ MF-CIB সিআইবি প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে এবং এর সফটওয়্যার নির্মাণ সম্পন্ন করে এমএফ-সিআইবির পাইলটিং শুরু করেছে ।

২৩. লাইব্রেরি

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-তে একটি লাইব্রেরি আছে । ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর ও অর্থনীতি বিষয়ক বইসহ এতে প্রায় ২ হাজার বই রয়েছে । জাতির পিতার জীবন ও কর্ম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ও প্রকাশনা নিয়ে লাইব্রেরিতে সম্প্রতি 'মুজিব কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া ডিজিটাল লাইব্রেরি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে ।

২৪. ওয়েবসাইট

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যা জাতীয় তথ্য বাতায়নের সঙ্গে সংযুক্ত । উক্ত ওয়েবসাইটে এমআরএ ও ক্ষদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য প্রতিনিয়তই হালনাগাদ করা হয় । সনদ প্রদান, সনদ বাতিল,

সনদ স্থগিত, সাময়িক অনুমতি, সনদের আবেদন ও কর্মকর্তা কর্মচারীর তথ্য, ২৮০ ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত তথ্য, আইন, বিধি ও সার্কুলার, অডিট ফার্ম, নিয়োগ, অভিযোগ ও অনাপত্তি, অফিস আদেশ, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কায়ালয় ও শাখা কার্যালয় সম্পর্কিত ডিজিটাল ম্যাপ, এপিএ, ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার, বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, আঞ্চলিক সভা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন দিবস পালন, হটলাইন নম্বর ইত্যাদিসহ সকল তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় যা পৃথিবীর যেকোন স্থান হতে যে কেউ ভিজিট করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ।

২৫. চ্যালেঞ্জ

- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ;
- ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা এবং আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান নিশ্চিতকরণ;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতে দক্ষ জনবল নিশ্চিতকরণ;
- তথ্যের নিরাপত্তা বিধানকল্পে ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার (DRC) প্রতিষ্ঠা;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা তৈরী ও যুগোপযোগীকরণ;
- সকল গ্রাহককে MF-CIB এর আওতায় আনয়ন;
- আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল চালু করা;
- বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্রঋণ খাতের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এমআরএ'র পর্যাপ্ত জনবল;
- সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সঠিক ডিজিটাল (সফটওয়ারের মাধ্যমে) হিসাবায়ন নিশ্চিতকরণ ।
- আর্থিক লেনদেনসহ সকল কাজে ডিজিটাইজেশন ।

২৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানমূহে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশনকে আরও শক্তিশালী করণের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ খাতের দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য কর্মরত মানবসম্পদকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজড বা জাতীয় তথ্য ভান্ডার ও মাইক্রো ফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (এমএফ-সিআইবি) পূর্ণাঙ্গরূপে চালুকরণ, ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার (RDC) প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, আইন-বিধি ইত্যাদি সময়োপযোগী করা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষুদ্রঋণ খাত প্রতিষ্ঠা যেমন:

- MF-CIB প্রতিষ্ঠা;
- অনলাইন পরিদর্শন;
- ডিজিটাল লেনদেন;
- নিজস্ব ভবণ নির্মাণ;
- ই-নিউজ ক্লিপিং
- ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা;
- সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ইউনিফাইড সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠা ।

২৭. উপসংহার

প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নিয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০৪১ সনে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণে এমআরএ বদ্ধপরিকর ।

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিব বর্ষের উপহার
ক্ষুদ্র অর্থায়নে দারিদ্র্য মুক্তির অঙ্গীকার

Microcredit Regulatory Authority

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

(আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা)

৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক,
গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার,
রমনা, ঢাকা-১২১৭ ।
e-mail: evc@mra.gov.bd, Web: www.mra.gov.bd
Facebook: Microcredit Regulatory Authority
ফোন: ৮৩৩৩২৪৫, ফ্যাক্স: ৮৩৩৩২৫৭, হটলাইন নম্বর-১৬১৩৩

জুলাই ২০২১

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সারা বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ খাত হিসেবে সুপরিচিত। দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ খাত বিনির্মাণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন এবং কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে সনদ প্রদানসহ দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের সার্বিক উন্নয়নে এমআরএ নিরলসভাবে কাজ করছে। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই), গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এই বিশাল ক্ষুদ্রঋণ খাত ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় গ্রহণের মাধ্যমে দেশের ৪ (চার) কোটির অধিক জনগোষ্ঠিকে আর্থিক সেবার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ও মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। জুন ৩০, ২০২১ অনুযায়ী শুধু এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ৭৪৬ টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ গ্রাহককে ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২. ইতিবৃত্ত

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই দেশের প্রান্তিক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগ্য উন্নয়নে ছোট বা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। Rural Social Service (RSS) নামীয় প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম সুদ ও জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই এই খাতের উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৯৭ সালে এ সেক্টরের একটি বিস্তারিত স্ট্যাডি পরিচালনা করা হয় এবং ২০০০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে মাইক্রোফাইন্যান্স রিসার্চ এন্ড রেফারেন্স ইউনিট (MRRU) প্রতিষ্ঠা ও স্টিয়ারিং কমিটি গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন-২০০৬ প্রণয়ন এবং উক্ত আইনের আওতায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর, স্বচ্ছ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা-২০১০, আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা-২০১৪, ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা-২০২০ প্রণয়ন করার পাশাপাশি সার্ভিস চার্জের হার ৩৫-৪০% থেকে কমিয়ে প্রথমে সর্বোচ্চ ২৭% এবং ২০১৯ সনে ২৪%, সঞ্চয় সুদের হার সর্বনিম্ন ৬%, ঋণের বিরতিকাল, ঋণক্ষতি সঞ্চিতি হিসাবায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩. এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

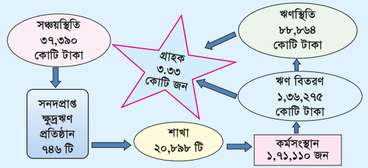

তথ্য সূত্রঃ এমআরএ-এমআইএস-জুন, ২০২০।

৪. কার্যালয়

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এনএসসি টাওয়ার, পুরানো পল্টন, ঢাকা হতে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করলেও ২০১২ সাল হতে বর্তমান ঠিকানায় (৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭)-য় ফ্লোর ক্রয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমআরএ'র নিজস্ব প্রধান কার্যালয় স্থাপনের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ১০ কাঠা জমি প্রদান করেছেন যেখানে ১৪ তলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

৫. ভিশন

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন।

৬. মিশন

ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি।

৭. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রঋণ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সহায়তা করা;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা এবং গুণগত মান উন্নয়ন;
- দক্ষ জনবল তৈরী, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি করা;
- নারীদের ঋণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সেবার মান বৃদ্ধিকরণ।

৮. গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পরিদর্শনে উদ্ঘাটিত অনিয়ম-অসংগতি নিষ্পত্তিকরণ;
- গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) কর্তৃক দাখিলকৃত আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন, উন্নয়নমূলক সামাজিক কার্যক্রমের অনুমোদনসহ বিভিন্ন নীতিমালা অনুমোদন;
- দেশী ও বৈদেশিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থা/ব্যাংক হতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিষয়ক প্রত্যয়ন প্রদান;
- পুঁজিবাজার হতে তহবিল সংগ্রহে প্রয়োজনীয় অনাপত্তি প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের মানবসম্পদকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাত সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকাশ;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ;
- সেবা সহজিকরণ ও অন-লাইন সেবা চালুকরণ;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা;
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়ন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ইনোভেশন ও শুদ্ধাচার চর্চা ইত্যাদি পরিপালন;
- ব্যাংক লিংকেজ, ঋণ সেবা, রেমিটেন্স সেবা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা, এজেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি পরিচালনায় অনাপত্তি প্রদান;
- মেয়াদী আমানত গ্রহণের অনুমোদন প্রদান;

- ক্ষুদ্রঋণ বহির্ভূত বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধক/লাভজনক কাজের অনুমতি প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs), পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সরকারী বেসরকারী ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নমূলক কাজ।

৯. পরিচালনা বোর্ড

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা-৬ অনুযায়ী ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড এমআরএ'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। পদাধিকার বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান সদস্য সচিব। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর মহাপরিচালক ও এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান-এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ড দায়িত্ব পালন করছে।

১০. সাংগঠনিক কাঠামো

এমআরএ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে একজন এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান (ইভিসি)-এর নেতৃত্বে ২ জন পরিচালকসহ ৮৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ইভিসির নেতৃত্বে ২ জন নির্বাহী পরিচালক ও ৩ জন পরিচালকসহ মোট ১৩৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী সমন্বয়ে এমআরএ'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রয়োজনীয় লোকবলসহ আইসিটি শাখা সৃজন করা হয়েছে।

১১. আইন, বিধি ও সার্কুলার

- ১৬ জুলাই, ২০০৬-এ মহান জাতীয় সংসদে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) প্রণীত হয় এবং উক্ত আইন বলে ২৭ আগষ্ট, ২০০৬-এ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০০৯ প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা-২০১০ প্রণয়ন;
- আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা-২০১৪ প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা-২০২০ প্রণয়ন;
- ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জের হার ৩৫-৪০% থেকে কমিয়ে প্রথমে ২৭% এবং ২০১৯ সনে সর্বোচ্চ ২৪% এ নির্ধারণ;
- সদস্যদের সঞ্চয়ের সুদ সর্বনিম্ন ৬% নিশ্চিতকরণ;
- ঋণের বিরতিকাল সর্বনিম্ন ১৫ দিন নির্ধারণ;
- ঋণক্ষতি সঞ্চিতি হিসাবায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।

১২. সনদ

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এমআরএ এর সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ২০০৬-২০০৭ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সনদের জন্য আবেদন গ্রহণ করে এবং ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখ সনদ প্রদান শুরু করে। অথরিটি সনদের জন্য প্রাপ্ত ৫৪৫৫টি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র ও কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সনদ প্রদান করে। সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনা না করলে এমআরএ কর্তৃক সনদ বাতিল করা হয়। অথরিটি কর্তৃক এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ৮৮০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং বিদ্যমান বিধি বিধান অনুযায়ী সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম না হওয়ায় ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৪৬টি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী ২১ হাজার শাখায় পৌনে ২ লক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ

এমআরএ হতে তৃতীয়বারের মতো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে এবং ১১৪০টি আবেদন পাওয়া গেছে।

১৩. পরিদর্শন

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা অথরিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন এবং সঠিক হিসাবায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অথরিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের সময় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও পরিচালনাগত বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের সাথে অথরিটির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরাসরি আলোচনা করে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা সে বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অথরিটিতে প্রেরিত তথ্যাদি, এমআইএস এবং অডিট রিপোর্ট এর সঠিকতা যাচাই করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫৩টি প্রতিষ্ঠানসহ এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বার এসকল প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৪. প্রকাশনা ও গবেষণা

এমআরএ প্রতিবছর বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রকৃত তথ্য চিত্র সম্বলিত NGO-MFIs in Bangladesh নামে একটি স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ করে। এছাড়া এমআরএ তার নিজস্ব কার্যাবলী ও ক্ষুদ্রঋণ খাতের অর্জন নিয়ে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এমআরএ নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেঃ

- Rating and Auditing Issues of MFIs in Bangladesh;
- Resource Mobilization by NGO-MFIs in Bangladesh;
- Insurance System of MFIs in Bangladesh;
- Impact of Introducing Licensing by MRA;
- Ownership and Governance;
- Depositors Safety Fund for Microfinance Sector in Bangladesh.

এছাড়া Prosper Project এর আওতায় DFID এর অর্থায়নে Institute for Inclusive Finance and Development (InM) কর্তৃক ২টি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। প্রকাশিত প্রকাশনা ও গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ ওয়েবসাইটে রয়েছে।

১৫. প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এমআরএ নিজস্ব জনবল ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য দেশে বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। অথরিটির আইন-বিধি, হিসাবরক্ষণ, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন, ই-রেগুলেটরী সিস্টেম, ন্যাশনাল ডাটা বেইজ গর্ভন্যান্স, শুদ্ধাচার, সেবা সহজিকরণ, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এ পর্যন্ত এমআরএ এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকদের আর্থিক শিক্ষা (Financial Literacy)-সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ।

১৬. সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব তহবিল বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: (১) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রম, (২) মেডিকেল/চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম এবং (৩) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, প্রতিবেদী পুনর্বাসন, এতিমখানা পরিচালনা, (৪) কৃষি, মৎস্য ও গবাদী পশু পালনে সহায়তাকরণ ইত্যাদি সম্পাদনা করে থাকে। গ্রাহকদের দারিদ্র্য নিরসনসহ সার্বিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বছরভিত্তিক উদ্বৃত্তের প্রায় ২০% দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪৬৯ কোটি টাকা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করেছে।

১৭. ক্ষুদ্রঋণের খাতসমূহ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধু ঋণ প্রদানই করে না; ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ঋণের টাকা যথাযথভাবে বিনিয়োগ বা কাজে লাগাচ্ছে কিনা তা ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদানসহসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে ঋণগ্রহীতারা ঋণের অর্থের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে:

- কৃষি
- মৎস
- পশু পালন
- গরু পালন
- ছাগল পালন
- হাঁস মুরগী পালন
- চিংড়ি চাষ
- কাঁকড়া চাষ
- মৃৎ শিল্প
- পাট শিল্প
- বেতের কাজ
- বাঁশের কাজ
- পাটি শিল্প
- কাঠের কাজ
- কাঁচ শিল্প
- কাসা শিল্প
- কুটির শিল্প
- তাঁত শিল্প
- জামদানি শিল্প
- দর্জি/টেইলারিং
- কচুরিপানার চাষ
- জৈবসার/ভার্মিকোম্পোস্ট উৎপাদন
- মৌসুমি ব্যবসা
- ক্ষুদ্র উদ্যোগ/ব্যবসা ইত্যাদি